মুসলিম যুবকদের প্রতি বার্তা

মুসলিম বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতির উপরে আমি আমার সকল মুমিন ভাইদের প্রতি এই উপদেশ নামা, অসিয়ত নামা বা এই বার্তা পৌঁছে দিচ্ছি। প্রতিটি মুসলিমের বিশেষ করে আমার সাথে যাদের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে, আমাকে যারা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালবাসেন, আমিও যাদের ভালবাসি। তাদের প্রতি আমার এই বার্তা বা চিঠি। আশা করি এই চিঠি পাওয়ার পর আমাদের ভাইদের মধ্যে আমূল পরিবর্তন আসবে, ঈমানের বৃদ্ধি পাবে, আমলের বৃদ্ধি পাবে এবং এই চিঠিতে যা উল্লেখ করা হচ্ছে তার বাস্তবায়ন ঘটবে। ইনশা-আল্লাহ!

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

হে মুসলিম! তোমার প্রতি বার্তা। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুব. জন্য, যিনি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন ইলাহ নেই, মা'বুদ নেই। যিনি সব দেখেন, সব শুনেন, সব কিছুর খবর রাখেন। যিনি ফয়সালাকারী, হিসাব গ্রহণ কারী, বিনিময় দাতা এবং শ্রেষ্ঠ বিচারক। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}

অর্থ: "হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যেভাবে তাঁকে ভয় করা উচিত। আর খরবদার! মুসলিম হওয়া ব্যতীত মৃত্যু বরণ করো না।"[১]

আল্লাহ সুব. আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

{فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ} [هود : ١١٢]

অর্থ: "তোমাকে যেমন আদেশ করা হয়েছে দ্বীনের পথে চলার জন্য সে ভাবে তুমি অবিচল থাক।"[২]
আল্লাহ সুব. আরও বলেছেন ঃ

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ}

অর্থ: ''হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে আগুন থেকে রক্ষা কর যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর।"[৩]
আমি প্রশংসা করছি ঐ আল্লাহর সুব. যিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

{وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ } [آل عمران : ١٣٣]

অর্থ : "তোমরা ধাবিত হও সেই পথে যা তোমাদের নিয়ে যাবে তোমাদের সৃষ্টি কর্তার ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে যা এতই প্রশস্ত যেমন আসমান এবং যমীনের প্রশস্ততা। যা মুত্তাকীনদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।"[৪]

আমি প্রশংসা করছি সেই আল্লাহর সুব. যিনি আরও ইরশাদ করেছেন ঃ

{ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ }

অর্থ: "ঈমানদার লোকদের জন্য সেই সময়টি কি এখনো আসেনি যে, আল্লাহর যিকিরে তাদের অন্তর বিগলিত হবে এবং তার অবতীর্ন মহা সত্যের সম্মুখে অবনত হবে। তারা যেন সেই লোকদের মত না হয় যাদের কে পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল পরে দীর্ঘকাল তাদের উপর দিয়ে চলে গেলে তাদের অন্তর শক্ত হয়ে গিয়েছে।"[৫]

আমি প্রশংসা করছি সেই মহান রাব্বুল আলামিনের যিনি ইরশাদ করেছেন:

{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ }

---

[১] সুরা আল ইমরান ৩:১০২।
[২] সুরা হুদ ১১:১১২।
[৩] সুরা তাহরীম ৬৬:৬।
[৪] সুরা আল ইমরান ৩:১৩৩।
[৫] সুরা হাদীদ ৫৭:১৬।

অর্থ: “মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে বিক্রয় করে থাকে, এবং আল্লাহ তার বান্দাদের প্রতি পূর্ণ দয়াশীল।”[৬]

আমি সালাত এবং সালাম পেশ করছি নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর যিনি বাশীর ও নাযির অর্থাৎ জান্নাতের সুসংবাদ দাতা এবং জাহান্নাম থেকে সতর্ককারী হিসাবে দুনিয়াতে আগমন করেছিলেন। যিনি বলেছেন:

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِى إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِى النِّسَاءِ ». وَفِى حَدِيثِ ابْنِ بَشَّارٍ « لِيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ».

অর্থ: “আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই! এই পৃথিবী সুমিষ্ট, সবুজ ও আকর্ষণীয়। আল্লাহ তোমাদেরকে এই পৃথিবীর প্রতিনিধিত্ব দান করবেন যাতে তিনি দেখে নেন তোমরা কিভাবে কাজ কর। কাজেই তোমরা পৃথিবী সম্পর্কে সতর্ক হও এবং নারীদের থেকে সাবধান থাক। কারন বনী ঈসরাইলের প্রথম ফেতনা নারীদের মাধ্যমেই শুরু হয়েছিল।”[৭]

হে মুসলিম! আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন। আল্লাহর আনুগত্য অনুযায়ী তোমার প্রতি আমার ‘আল ওয়ালা’ (বন্ধুত্ব) রয়েছে। আমি আমার নিজের যেরূপ কল্যাণ চাই, অনুরূপ কল্যাণ তোমারও চাই। আল্লাহর জন্য আমি তোমাকে বলছি,

{ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} [النحل : ٣٦]

আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুত থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাক।[৮] একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের নির্দেশ দাও যার কোন শরীক নেই। এই বিষয়ে মানুষকে উৎসাহিত কর। যে মেনে নিবে তার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন কর এবং যে তা অস্বীকার করবে তাকে কাফের বলে ঘোষণা দাও। শিরককে পরিত্যাগ কর এবং আল্লাহর ইবাদতে শিরক এর বিষয়ে ভয় প্রর্দশন কর। এ ব্যাপারে কঠোরতা আরোপ কর, এ নীতির ভিত্তিতে শত্রুতা স্থাপন কর এবং যে ব্যক্তি শির্ক করে তাকে কাফের বলে ঘোষণা দাও। এই বিষয় গুলো তোমার প্রতি ওয়াজীব। এই দ্বীনের ভিত্তি ও মূলনীতির অর্ন্তভুক্ত। তুমি তোমার দ্বীনকে প্রকাশ কর, তোমার আক্বীদা ও প্রচলিত শিরক, কুফর ও তাগুতের স্বরূপ উম্মোচন কর। কাফের, মুশরিক ও তাগুতের সাথে ‘বারাআহ’ তথা সম্পর্কছিন্নতা, ঘৃণা, বিদ্বেষ ও শত্রুতা প্রকাশ করে দাও।

এগুলো তোমার প্রতি ওয়াজীব। যদি না পার প্রকাশ করতে তাহলে তোমার জন্য ওয়াজীব তুমি হিজরত করে দুনিয়ার এমন জায়গায় চলে যাবে যেখানে তোমার দ্বীনকে প্রকাশ করতে ও যথাযথ ভাবে পালন করতে পারবে। যদি হিজরত করতে না পার তোমার জন্য আদর্শ হচ্ছে ছাগপাল নিয়ে পালিয়ে যাবে পাহাড়ে, তোমার দ্বীন নিয়ে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: ‘এমন একটি মুহুর্ত আসবে যখন মানুষের সবচেয়ে প্রিয় মাল হবে ছাগল, যা নিয়ে সে পাহাড়ে আশ্রয় নিবে, তার ঈমান নিয়ে পালিয়ে যাবে।’ তুমি সেটাই কর। যদি তোমার অসমর্থতার কারনে তাও না পার তাহলে কাফের, মুশরিক ও তাগুতের থেকে অবশ্যই দূরে থাকবে। তাদেরকে বন্ধু বানাবে না। সচেষ্ট থাকবে বাঁধা দুর করার যেন সুযোগ পেলেই চলে যেতে পার।

❖ তুমি সাবধান হও! কাফেরদের সাথে আচরণ এবং মেলামেশায়, এমন কিছু কাজ আছে যা করলে তুমি এই দ্বীন থেকে খারীজ হয়ে কাফের ও মুরতাদে পরিণত হবে। সেগুলো যেমন কাফেরদের দ্বীনকে ভালবাসা, গণতন্ত্রের লোকদের গণতন্ত্রের জন্য ভালবাসা, আইনপ্রণয়নকারী সংসদ সদস্যদের ভালবাসা, আধুনিকতাবাদী ও জাতীয়তাবাদীদের ভালবাসা তাদের উদ্দেশ্য এবং তাদের বিশ্বাসের কারনে, তাদেরকে ইসলামের উপর বিজয়ী দেখতে আশা করা, মুসলিমদের বিরূদ্ধে তাদের সাহায্য করা, তাদের দ্বীনের সাথে আপোষ করা ইত্যাদি থেকে তুমি সাবধান থাক। তুমি আরও সাবধান হও! কাফেরদের সাথে আচরণ এবং মেলামেশায় এমন কিছু কাজ আছে যা

---

[৬] সুরা বাকারা ২:২০৭।
[৭] সহীহ মুসলিম ৭১২৪।
[৮] সুরা নাহাল ১৬:৩৬।

করলে তোমার ভয়ংকর কবীরা গুনাহ হবে। সেগুলো যেমন কুফ্ফারদের মর্যাদা দেওয়া, তাদের সম্মান করা অথবা সমাবেশে তাদের প্রথম সারিতে স্থান দেওয়া, মুসলিমদের বদলে তাদেরকে কাজে নিযুক্ত করা, কর্মচারী বানানো, কাফেরদের সাথে নরম নরম কথা বলা, তাদের প্রতি হাসা, তাদের ময়লা পরিষ্কার করে দেওয়া ইত্যাদি।

❖ তুমি সাবধান হও! কাফেরদের উপর সন্তুষ্ট হইওনা, নির্ভর করো না, তাদের সান্নিধ্যের অন্বেষণ করোনা, অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাইওনা, অনুগত হইওনা, ভালবেসনা, কর্তৃত্ব দিওনা, সহযোগীতা করোনা, উপদেশ ও পরামর্শ চেওনা, কুফরীর কোন বিষয়ে একমত পোষন করোনা, প্রশংসা করোনা, অভিভাবক বানাইওনা, এমন কি সে যদি ভাই বা পিতাও হয়।

❖ সতর্ক হও! তোমার অজান্তে না আবার তোমার দ্বীন ধবংস হয়ে যায়, কিংবা ভয়ংকর কবীরা গুনাহ হয়ে যায়। তবে সাবধান! সতর্কতার নামে বেশী বাড়া-বাড়িও করো না যা তোমার জন্য জরুরী নয়।

❖ এই দ্বীনকে প্রচার প্রসার এবং কায়েমে সচেষ্ট হও, গাফিলতা পরিত্যাগ কর, তোমার অবস্থা যেন বনী ঈসরাইলের মত না হয় অনেক দিন যাওয়ার পর যাদের অন্তর শক্ত হয়ে গিয়েছিল। আমি লক্ষ করছি আমাদের অনেক ভাইদেরকে যারা একসময় ভাল দাওয়াহর কাজ করত, দিন রাত সবসময় তাদের চিন্তা থাকত কিভাবে ইসলামকে বিজয়ী করা যায়, ইসলামের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ পেশ করা যায়। কিন্তু তারা আস্তে আস্তে শক্ত হয়ে গেছে এখন তারা দ্বীনের উপর অটল ও অবিচল নেই। সে জন্য খবরদার! তুমি সাবধান থাকবে! তোমার অন্তর যেন শক্ত হয়ে না যায়।

❖ তোমাকে আরও বলছি, আল্লাহর কালিমাকে উচ্চে তুলে ধরার জিহাদে জান মাল দিয়ে অংশগ্রহণ কর, তোমার উপর এটি 'ফারযুল আঈন'। ঈমান আনার পর সবচেয়ে বড় ওয়াজীব। এটাই হচ্ছে এই দ্বীনের শীর্ষ চূড়া, যিরওয়াতু সানামিল ইসলাম। এবং নিশ্চিত ভাবে জেনে রাখ! তোমার সফলতার চূড়ান্ত পথ হচ্ছে 'আল জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ'। এ থেকে গাফেল থেকে মুনাফিক এর শাখায় যেন তোমার মৃত্যু না হয়, ফাসিক না হয়ে যাও, আযাব স্পর্শ না করে, আল্লাহ না আবার তোমাকে পরিবর্তন করে দেন।

❖ সাবধান! এই দ্বীনে ফিরে আস। তোমাকে আরও বলছি, তোমার পিতা, সন্তান, ভাই, স্ত্রী, গোত্র, গোষ্ঠি, ধনসম্পদ, ব্যবসা-বানিজ্য, বাসস্থান যেন তোমার কাছে আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের চেয়ে অধিক প্রিয় না হয়ে যায়। তাহলে তুমি ফাসেক হয়ে যাবে। তোমাকে আল্লাহর আযাব স্পর্শ করবে। ওহে মুসলিম সাবধান! গাফেল থেকোনা, নিজেকে পরীক্ষা কর, এখনই সময়! ভেবে দেখ! তুমি এই সব কিছুর চেয়ে 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করাকে কম গুরুত্ব দিচ্ছ না তো? তুমি দুনিয়া বা অন্য কিছুর পিছনে ছুটছ না তো? দুনিয়াব্যাপী মুসলিম নারী, পুরুষ ও শিশুদের নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে, পঙ্গু করা হচ্ছে, নারীদের ইজ্জত হনন করা হচ্ছে, তাদের গর্ভে অপবিত্র শুকর-বানরদের বাচ্চাতে ভরে যাচ্ছে।

কি লজ্জা! তাদের আর্তচিৎকার তোমার কানে পৌঁছেছে কি? কি জবাব দেবে আল্লাহকে? মুসলিম নারীরা বিধবা হয়ে যাচ্ছে, বাচ্চারা ইয়াতীম হচ্ছে, ভাইদের বন্দী করা হচ্ছে, অত্যাচারের ষ্টীম রোলার চালানো হচ্ছে, তাদের প্রতি এমন সব অকথ্য নির্যাতন চালানো হচ্ছে, যা বর্ণনা করা যায়না। তাদেরকে লাঞ্চিত করা হচ্ছে, তাদেরকে বলৎকার করা হচ্ছে। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রা'জিউন! তুমি কোথায়! হে খালিদের উত্তরসূরী! মুসলিম দেশগুলো কুফফাররা দখল করে নিয়েছে।

কোথাও বা রয়েছে ইয়াহুদী খৃষ্টানদের পাঁ-চাটা গোলাম মুরতাদ শাসকগোষ্ঠি। যারা তাদের প্রভুদের খুশী করতে মুসলিমদের বন্দি, হত্যা, গুম ও নির্যাতন সহ এমন কোন কাজ নেই যা করতে দ্বিধাবোধ করে। আল্লাহর কালাম কোরআনকে অবমাননা করা হচ্ছে। কোরআনকে পায়খানায় ছুড়ে মারা হচ্ছে। কোরআনকে ছিড়ে ফেলে তার উপরে নৃত্য করা হচ্ছে। কুরআনকে আগুনে পুড়ে ফেলা হচ্ছে। প্রিয়তম রাসূলের ব্যাঙ্গচিত্র অঙ্কন করার স্পর্ধা দেখিয়েছে তারা। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রা'জিউন! তুমি কোথায় হে অমুক? যে নিজেকে মুসলিম দাবী করছ। তুমি কিসের পিছনে ছুটছ? তুমি আল্লাহকে কি জবাব দিবে? উম্মাহর রাসূলকে নিয়ে পর্যন্ত ব্যাঙ্গ করা হচ্ছে। আর কি বাকি থাকল? এ অবস্থায় মাটির উপরের চেয়ে মাটির নীচেই যে উত্তম।

আল্লাহর জন্য জিজ্ঞেস করছি, তুমি জেগে উঠবে কি? আস, তোমাকে দেখিয়ে দেই কিভাবে তুমি সমর্থন করবে জিহাদকে:

- বিশুদ্ধ নিয়্যত করবে জিহাদের জন্য।
- শহীদ হওয়ার কামনা কর।
- জিহাদে সম্পদ ব্যয় করো।
- অন্যদের থেকে মাল সংগ্রহ কর।
- মুজাহিদদের পরিবারের দেখাশুনা কর।
- মুজাহিদদের প্রস্তুত করে দাও।
- জিহাদের জন্য উৎসাহিত কর।
- মিডিয়ায় প্রচারের কাজ কর।
- মুজাহিদদের হেফাজত কর।
- তাদের বিষয়গুলো গোপন রাখ।
- তাদের জন্য দোয়া কর।
- জিহাদের সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচার কর।
- জিহাদের ইলম ও ফিকহ্ শিক্ষা কর।
- মুজাহিদদের জ্ঞানগুলো শিক্ষা নাও ও ছড়িয়ে দাও।
- জিহাদের জন্য সবধরনের প্রস্তুতি নাও।
- মুজাহিদদের সমর্থন কর।
- আল ওয়ালা ওয়াল বারাআহ্ এর আক্বীদায় বিপ্লব কর।
- মুসলিম বন্দি ও তাদের পরিবারের দেখাশুনা কর।
- বিলাসিতা ত্যাগ কর।
- জিহাদের বেনিফিট হবে এমন টেকনিক শিক্ষা কর।
- হক্ব আলেমদের চিনাও।
- হিজরত কর।
- মুজাহিদদের 'নাসীহাহ্' দাও।
- তাদের কল্যাণ কামনা কর।
- বর্তমান সময়ের ফিরআউন ও মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন কর।
- জিহাদের নাশিদ বানাও, কবিতা বানাও, জিহাদের গজল, তারানা, জিহাদি জযবা তৈরী করে এমন কবিতা তৈরী কর এবং প্রচার কর।
- কাফেরদেরকে অর্থনৈতিক ভাবে বয়কট কর।
- আরবী ভাষা শিক্ষা কর।
- 'আত-তায়ীফাতুল মানসূরাহ্' কারা? তাদের পরিচয় তুলে ধর।
- সবচেয়ে উত্তম পন্থা হচ্ছে তুমি সরাসরি জিহাদে অংশগ্রহণ করবে।

এই হচ্ছে কিছু পন্থা, তুমি কিভাবে জিহাদে অংশগ্রহণ করবে তার কিছু রাস্তা তোমাকে বলে দেওয়া হল। সুতরাং অগ্রগামী হও। যত বেশি ভাবে সম্ভব তোমার পক্ষ থেকে সহযোগীতা শুরু কর। তুমি মুজাহিদীন এবং যারা আল্লাহর পথে বন্দী তাদের পরিবারের খোঁজ খবর নিয়েছ কি? তুমি তোমার সব প্রয়োজন মিটিয়ে সুখে দিন কাটাচ্ছ, আর তারা প্রয়োজনগ্রস্থ নয়তো? তোমাকে আল্লাহ মুক্ত রেখে পরীক্ষা করছেন। তুমি আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং ঈমানদারদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছ কি?

❖ সাবধান হয়ে যাও! বিপদ বিপর্যয় তোমাকে স্পর্শ করার পূর্বে আরও সাবধান হও! যখন আল্লাহ বলবেন, হে অমুক! আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, তুমি অন্ন দাওনি। আমি অসুস্থ ছিলাম, তুমি দেখতে যাওনি। তুমি আশ্চর্য হয়ে বলবে, হে আল্লাহ! আপনিতো রব, পবিত্র। আমি কিভাবে আপনাকে খাওয়াব বা দেখতে যাব। আল্লাহ সুব. বলবেন, হে অমুক! আমার অমুক বান্দা ক্ষুধার্ত ছিল, তাকে খাদ্য দিলে তুমি আমাকে সেখানে পেতে। হে অমুক! আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল, তাকে দেখতে গেলে তুমি আমাকে সেখানে পেতে। সচেতন হও অনেক বেশী দেরী হয়ে যাওয়ার আগেই।

তুমি জেনে রাখ বর্তমানে জিহাদের জন্য যেমন মানুষ প্রয়োজন। তেমন প্রয়োজন অর্থের এবং সম্পদের। তুমি তোমার ঘরের অতিরিক্ত ফার্ণিচার বা স্ত্রীর গহনা কিনতে বা ঘর সাজাতে কিংবা অন্যান্য বিলাসিতায় যে অর্থ ব্যয় করছ, এর অনেক কম মাল হলেই তারা আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে সফল অভিযান পরিচালনা করতে পারে। তুমি কি জান এই সময়ের 'তায়িফা আল মানসূরা' বা আল্লাহর সাহায্য প্রাপ্ত দল কারা? যাদের ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুসংবাদ দিয়েছেন যে, কিয়ামত পর্যন্ত একটা দল হক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যারা অন্যদের উপরে প্রাধান্য লাভ করবে, যারা শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যারা তাদের বিরোধিতা করবে তারা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

চোখ মেলে তাকাও! দেখ, কারা ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। কারা বর্তমানে 'আত তায়েফা'? কারা বর্তমানে সমস্ত দুনিয়ার কাফেরদের সর্দার আমেরিকা ও তাদের আহযাবের (মিত্রদের) সাথে যুদ্ধ করছে। কারা মুসলিমদের ভূমিগুলো থেকে কাফেরদের বের করে দেওয়ার চেষ্টায় রত আছে? কারা মজলুমদের পাশে দাড়াচ্ছে? কারা আল্লাহর কালিমাকে উচ্চে তুলে ধরতে, শরিয়াহ্‌কে কায়েম করতে, খেলাফতকে ফিরিয়ে আনতে অকাতরে প্রাণ বিলিয়ে দিচ্ছে? কারা মুসলিমদের উপর জেঁকে বসা মুরতাদদের উৎখাতের জিহাদে রত? কারা মুসলিম শিশু ও মা বোনদের ইজ্জত, বন্দি ভাইদের রক্ষায় প্রাণ দিচ্ছে? কারা এই উম্মাহর জন্য সর্বদা চিন্তিত?

তুমি যদি অন্ধ, বোবা ও বধির না হয়ে থাক, তবে নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ কাদের বিরুদ্ধে সমস্ত কুফ্‌ফাররা একাট্টা হয়েও আল্লাহর ইচ্ছার উপরে কোন ক্ষতি করতে পারছে না। আল্লাহর জন্য বলছি, তাদেরকে খুঁজে বের কর এবং তাদের সাথে লেগে থাক। অন্যদেরকে তাদের চিনাও। 'তায়েফা'কে যত সম্ভব সমর্থন-সহযোগিতা কর। তাহলে তোমার জন্য সুসংবাদ। হে গোরাবা!

❖ হে ভাই! আল্লাহর ফরজকৃত বিষয়গুলো পূর্ণ হেফাজত করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন কর। নফল সমূহের ব্যাপারে অগ্রগামী হও, যাতে তুমি আল্লাহর ভালবাসা পেতে পার। তুমি তোমার সালাতের ব্যাপারে যত্নবান হও এখলাসের সঙ্গে ও খুশু-খুজুর সহিত এমনভাবে তা আদায় কর যেন তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছো। যদিও তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছো না তিনি অবশ্যই তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন। জীবনের শেষ সালাতের মত যথা সময়ে সুন্নাহ অনুসারে জামা'আতের সাথে সালাত আদায় কর। পরিবার পরিজনকে এই সালাতের নির্দেশ দাও। যাকাতের ব্যাপারে যত্নবান হও। যদি তোমার নিসাব পূর্ণ হয়ে থাকে তাহলে যাকাত মুজাহিদীনদের নিকটে পৌঁছে দাও। তবে যাকাত দিয়েই ক্ষ্যান্ত থেকো না। তোমার মাল দ্বারা জিহাদ কর। আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে ব্যয় কর। অর্থ উপার্জন করে জিহাদ এবং অন্যান্য কাজে ব্যয় কর। জেনে রাখ, জান দ্বারা যুদ্ধ করার সাথে সাথে মাল দ্বারা যুদ্ধ করাও 'ফারদুল আঈন'। সুতরাং পকেট থেকে অর্থ ব্যয় করার মাধ্যমে তুমি জিহাদের অর্ধেক ফরজিয়্যাত আদায় করতে থাক, যতক্ষণ না শারিরীক ভাবে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারছো।

❖ আমলের ক্ষেত্রে সচেতন হও, এখলাসের সাথে আমল করো। যেন তা রিয়ার কারনে ধ্বংস না হয়ে যায়। সাবধান হও কবীরা গুনাহগুলো থেকে, যা তোমার জাহান্নামের কারণ হতে পারে। তুমি সচেতণ হও 'আমর বিল মা'রূফ ও নাহী আ'নিল মুনকার' সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করার ব্যাপারে। তুমি যেন এর থেকে গাফেল থেকে অন্যদের সাথে নিজেও ধ্বংস হয়ে না যাও। যেমন ধ্বংস হয়েছিল শনিবারে সীমা লঙ্ঘনকারীদেরকে বাধা প্রদান যারা করেনি তারা। জেনে রেখ! সৎ কাজে আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করা তোমার জন্য ফরজ।

❖ সাবধান হও! ওয়াদা অঙ্গীকার চুক্তির ব্যাপারে। অবশ্যই তা পূরণ কর। মুনাফিকদের মত তা ভঙ্গ কর না। বর্তমানে অধিকাংশের মত হয়ো না, যারা এসবের কোন মূল্য দেয় না। তুমি এ ব্যাপারে তোমার রবের কাছে জিজ্ঞাসিত হবে।

❖ এলেম অর্জনে সচেষ্ট হও। কথা এবং কাজের পূর্বে এলেম অর্জন কর। তুমি জেনে রেখ! যারা জানে এবং যারা জানেনা তারা সমান নয়। কুরআনে আল্লাহ সুব. বলেছেন,ঃ

{قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} [الزمر : ৯]

অর্থ: "যারা জানে এবং যারা জানেনা তারা কি সমান?"[৯] অবশ্যই সমান নয়। অন্ধকার এবং আলো সমান নয়। পথভ্রষ্টতা এবং হেদায়েত সমান নয়। সমান নয় অজ্ঞতা-মূর্খতা এবং বাসীরাহ্ (দূর-দর্শিতা)। তোমার উপর ফরজ হলো দ্বীনের ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা। তুমি সচেষ্ট হও তোমার রব সম্পর্কে, তার নবী সম্পর্কে, তাওহীদ, ঈমান, ইসলাম, ইহসান ও জিহাদ সম্পর্কে জানার ব্যাপারে। তুমি আরো মনযোগ দাও! তোমার পরিবার পরিজন এবং অন্যদেরকে দ্বীনী এলেম শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে, হক্ব এলেম ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে। তোমার পরিবার যদি দ্বীনের অধিকাংশ ব্যাপারে মূর্খ থাকে তাহলে তারা তোমার দ্বীনের পথে অনেক বড় বাধার কারণ হতে পারে, যা অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত। তুমি নিজেকে এবং আত্মীয়-স্বজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও, যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর।

❖ তুমি সাবধান হও! তোমার অবসর সময়, তোমার যৌবন, তোমার অর্থ উপার্জন ও ব্যয় করা, এলেম অনুযায়ী আমল করার ব্যাপারে। তুমি জেনে রেখ! এসব বিষয়ে তুমি কিয়ামতে জিজ্ঞাসিত হবে। এর উত্তর দেওয়া ব্যতিত এক পাও নাড়াতে পাড়বে না। আবার জিজ্ঞেস করি এগুলো তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে কাজে লাগাচ্ছো তো? একটা সময় যখন তুমি দ্বীন বুঝেছিলে, তখন তোমার যে অগ্রগামীতা ছিল তা কি স্তিমিত হয়ে গেছে? তুমি কি গাফিলতি, অলসতা, অধিকাংশ সময় তোমার নিজেকে কিংবা এই দুনিয়া, চাকরী, ব্যবসা বা এ জাতীয় কিছুর পিছনে ছুটছ? তুমি প্রত্যহ কিছু সময় কোরআন নিজে বুঝা, অন্যকে বুঝানো এবং কোরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণার কাজে ব্যয় করছো কি? যা তোমার জন্য রহমত, হেদায়েত এবং অন্তরের রোগের ঔষধ হবে।

❖ ওহে ভাই! কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে সাবধান হও! তোমার মন যা চায় তা করোনা। আল্লাহ সুব. যা চান তা কর। তোমার অবসর সময়কে যথাযথ কাজে লাগাও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দুটো নিয়ামত যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অথচ বেশীরভাগ মানুষ তা থেকে উদাসীন। একটি হলো 'সুস্থতা' অপরটি হলো 'অবসর'। তুমি তোমার সুস্থতা এবং অবসরকে কাজে লাগাও। আল্লাহকে ভয় কর! আল্লাহকে ভয় কর!! এবং শুধু মাত্র আল্লাহকেই ভয় কর!!!

❖ ওহে মুসলিম! তোমাকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। তোমার হিসাব নেওয়ার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। যিনি সব জানেন, তুমি যা গোপন কর ও প্রকাশ কর। তোমাকে অবশ্যই মৃত্যু বরণ করতে হবে। তখন তুমি দুনিয়ার সবকিছু ছেড়ে চলে যাবে শুধু আখেরাতের জন্য যা সঞ্চয় করেছ তা নিয়ে। সাবধান হও! তোমার শেষ আমলের ব্যাপারে। তুমি জান না কখন তোমার শেষ মুহূর্ত এসে যাবে। তুমি কি প্রস্তুত মৃত্যুর জন্য? তুমি কি প্রস্তুত কবরের সওয়াল-জবাবের জন্য? তুমি কি প্রস্তুত ভয়াবহ কেয়ামতের জন্য? হাশরের ময়দানের জন্য? হিসাব নিকাশের জন্য? আল্লাহকে জবাব দেওয়ার জন্য? মিযানের জন্য? তুমি কি প্রস্তুত চুলের চেয়ে সুক্ষ তরবারীর চেয়ে ধারাল পুলসিরাতকে পাড়ি দেওয়ার জন্য? জাহান্নামের ভয়ংকর আযাব থেকে আত্মরক্ষার জন্য কাজ করছ তো? যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর। যার আগুন ভয়ংকর উত্তাপ সম্পন্ন কালো বর্ণের। যা হৃদয় পর্যন্ত জ্বালিয়ে দিবে। এমন উত্তপ্ত পানি যা নাড়ী-ভুড়িকে গলিয়ে বের করে দিবে। খাবার হিসেবে রয়েছে যাক্কুম ও গলিত পূঁজ।

জাহান্নাম অসম্ভব গভীর, ভয়াল ও অন্ধকার জায়গা। কঠোর হৃদয়ের মালায়েকরা সেখানে নিযুক্ত। যেখানে শাস্তির মাত্রা বৃদ্ধির জন্য শরীরকে অনেক বড় করে দেওয়া হবে। চামড়া গুলো জ্বলে যাবে। সেখান থেকে বের হতে চাইবে কিন্তু বের হতে পারবে না। মৃত্যুকে ডাকবে কিন্তু মৃত্যু আসবে না কারণ মৃত্যুকেই মৃত্যু দান করা হবে। আর এই ভয়ংকর শাস্তি অনন্তকালব্যপী চলতে থাকবে। কাজেই সাবধান!

❖ তুমি অগ্রগামী হও সেই চিরস্থায়ী জান্নাতের দিকে। যেখানে রয়েছে চিরন্তন সুখ। যা মন চাইবে তা পাবে। যা আদেশ করবে তাই দেয়া হবে। জেনে রেখ! দুনিয়া চাওয়া পাওয়ার পূর্ণতার স্থান নয়! দুনিয়া চাওয়া পাওয়ার পূর্ণতার স্থান নয়!! দুনিয়া চাওয়া পাওয়ার পূর্ণতার স্থান নয়!!! জান্নাতই হচ্ছে এমন জায়গা যেখানে তোমার সব আকাঙ্খাকে

---

[৯]সুরা যুমার'৯।

পূর্ণ করে দেওয়া হবে। সেখানে রয়েছে চির কিশোর সেবকগণ, চির যৌবণা সঙ্গিনীগণ, ফল-মূল, গোশত, দুধের-মধুর-শরাবের নহর, উত্তম বাসস্থান ও বিছানা। চির আরাম, চির যৌবণ, চির সুখ, অসংখ্য নিয়ামতের মাঝে সবচেয়ে বড় নিয়ামত হবে তুমি আল্লাহ্‌কে দেখবে। শুধু তোমাকে এটা বলাই যথেষ্ট মনে করছি, সবচেয়ে কম মর্যাদার যে জান্নাত লাভ করবে তা হবে দুনিয়ার দশটির সমান। সুতরাং হে মুসলিম! হে ভাই! আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন। এই বার্তা তোমার কাছে পৌঁছার পর আশা করি ইহা তোমার পরিবর্তন এবং সংশোধনে যথেষ্ঠ হবে। গতানুগতিক চিঠি হিসেবে নিও না আমার এই পত্রকে। ফেলে দিও না, এটা ফেলে দেওয়ার নয়। আল্লাহর জন্য বলছি, এর দ্বারা নিজেদেরকে সংশোধনের চেষ্টা কর। আর তোমার অবস্থা যদি উত্তম হয় এর চেয়েও যা উল্লেখ করলাম, আল্লাহর কাছে কামনা করি তোমাকে তিনি দৃঢ় রাখুন। মওত পর্যন্ত লেগে থাক উদ্যম ঈমান সহ। এটি আমার ওসিয়্যত আমার ভাইদের প্রতি। যারা আমাকে ভালবাসে আল্লাহর জন্য। যাদেরকে আমি আল্লাহর জন্য ভালবাসি। যাদেরকে আমি ‘আল ওয়ালা’ হিসেবে গ্রহণ করেছি। আমি তাদের জন্য এই নসিহাহ্‌ দিচ্ছি। ভাইয়েরা আমার! তোমরা এই নসিহাহ্‌ গুলোকে ভাল করে শুন! বারবার শুন!! অনেক বার শুন!!! এবং প্রত্যেকটি অক্ষরে, লাইনে লাইনে মনযোগ দিয়ে চিন্তা কর। এরপরে আমল কর। সে অনুযায়ী তোমরা ‘হালাকাহ্‌’ (গ্রুপ) তৈরী কর। ভাইদেরকে দাওয়াত দাও। ইনশাআল্লাহ! তোমরাই হবে এ যুগের ‘আল গোরাবা’। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাদের সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়েছেনঃ

فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ

অর্থঃ “কতইনা সৌভাগ্য সেই ‘গোরাবাদের’।”[১০]

আল্লাহ সুব. আমাকে এবং আপনাদের সকলকে বিষয়গুলোকে বুঝার আমল করার এবং দাওয়াত দেওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

---

[১০] সহীহ মুসলিম ৩৮৯।